দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৭১ কলাম ৫

55

শিক্ষা বোর্ডের খামখেয়ালী!

পিরোজপুর অফিস ।। যশোর শিক্ষা বোর্ডের এক তোগলকী সিদ্ধান্তে সাম্প্রতিক মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শত শত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয় বেসিক ট্রেড কোর্সের পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত নম্বর প্রাপ্তি ও বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর শিকার হইয়াছে বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ।

চলতি ১৯৯৫ সনের এস,এস,সি পরীক্ষায় পিরোজপুর কেন্দ্রে শতাধিক পরীক্ষার্থী বেসিক ট্রেডকোর্সকে অতিরিক্ত বিষয় নিয়া পরীক্ষায় অংশ নেয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা এই বিষয়কে সিলেবাসভুক্ত করিয়া এক ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করে যে, যেসব পরীক্ষার্থী বেসিক ট্রেডকোর্সকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লইবে তাহাদের শতকরা ৪০ ভাগের উর্ধ্বের মার্ক বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ হইবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর দেখা যায়, উক্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের শতকরা ৬০-এর উর্ধ্বের মার্ক বিভাগ নির্ধারণে যোগ হইয়াছে।

জানা গিয়াছে, উহা শুধু যশোর বোর্ডই নয় অন্য তিনটি বোর্ডের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে। ফলে বহু পরীক্ষার্থী প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২০ মার্ক পিছাইয়া পড়ে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পত্রে বলা হইয়াছে, ১৯৯৭ সন হইতে শতকরা ৪০ ভাগের অধিক মার্ক ট্রেডকোর্স বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের বেলায় যোগ হইবে। ৯৬ সনে ঘোষিত ফলাফলের কোন পরিবর্তন করা হইবে না। ফলে ৯৫ সলের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা বিভাগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুধু বঞ্চিতই হয় নাই, কর্তৃপক্ষের তোগলকী সিদ্ধান্ত ও খামখেয়ালীরও শিকার হইয়াছে।